

স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২০-৫৮

তারিখঃ ৩১ আগস্ট ২০২০
১৬ ভাদ্র ১৪২৭

বিষয়ঃ বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বর্তমানে কম্পিউটারভিত্তিক মাল্টিমিডিয়াল ডাটাবেজের (iBAS++) মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন করছে। ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট বাস্তবায়ন মডিউল চালু হয়েছে। সরকারের নীতি, উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন, সরকারি দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকৃতি (performance) মূল্যায়নের লক্ষ্যে কর্মকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক এবং বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। তবে সময়সত ও সুষ্ঠু বাজেট বাস্তবায়ন এখনো একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ।

২. প্রতিবছর বাজেটে কিছু নতুন নীতি/কর্মসূচি/কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অধিকাংশ কার্যক্রম ইতোমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে বিগত তিন অর্থবছরে ঘোষিত কিছু কার্যক্রম এখনো বাস্তবায়নাব্যয়ী রয়েছে। তাছাড়া, ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটেও কিছু কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ও সময়নিষ্ঠ (Timebound) পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩. বিগত বছরসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বাজেট বাস্তবায়ন সাধারণত অর্থবছরের প্রথমার্ধে ধীরগতিতে চলে। অর্থবছরের শুরুর দিকে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে যেমন ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়, তেমনি বেতন-ভাতা ব্যতীত অন্যান্য আইটেমের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণও কম থাকে। বিশেষ করে বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, মেরামত সংরক্ষণ, নির্মাণ ও পূর্ত এবং মালামাল ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে অর্থবছরের শেষ দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু, বছরের শেষে এসে সরকারকে অপরিকল্পিত ঋণের দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। ফলে, বাজেট শৃংখলা নিশ্চিত করা যায় না।

৪. সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার একটি প্রধান কারণ রাজস্ব আহরণ ও সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকা। জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট সুষ্ঠুভাবে সময়সত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অপরিকল্পিত সরকারি ঋণ এড়ানো এবং ঋণজনিত ব্যয় (borrowing cost) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

৫. এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বাজেটের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থবছরের শুরুতেই একটি বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, যথাযথভাবে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং বাজেট বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ যাতে বাজেট বাস্তবায়নের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও পদ্ধতিসহ বিভিন্ন ফরম প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা একান্ত জরুরি।

বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

৬. বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বঃ বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনা, ব্যয় পরিকল্পনা এবং বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ সংগ্রহ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ, প্রণয়নের দায়িত্ব এবং সংশ্লিষ্ট ফরমসমূহের নাম নিচের ছকে দেখানো হলঃ

বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ	প্রণয়নের দায়িত্ব	সংশ্লিষ্ট ফরম
ক. বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও অগ্রগতি	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ফরম -ক
খ. রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনা		
খ-১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ফরম-খ.১
খ-২ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয় ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	ফরম-খ.২
খ-৩ কর ব্যতীত প্রাপ্তি	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	ফরম-খ.৩
গ. ব্যয় পরিকল্পনা		
গ-১ পরিচালন ব্যয়	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	ফরম-গ.১
গ-২ উন্নয়ন ব্যয়	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	ফরম-গ.২
ঘ. বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ সংগ্রহ পরিকল্পনা	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	ফরম-ঘ

৬.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবালয় অংশের (এবং অন্য কোন অপারেশন ইউনিট, ফ্রিম, কর্মসূচি বা প্রকল্প যার ব্যবস্থাপনা বা বাস্তবায়নের দায়িত্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর ন্যস্ত রয়েছে) বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা প্রণয়ন করবে।

৬.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/পরিদপ্তর প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখায় দাখিল করবে।

৬.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কোন ফ্রিম বা কর্মসূচি বা উন্নয়ন প্রকল্প বাজেটে অন্তর্ভুক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক উক্ত ফ্রিম, কর্মসূচি বা উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল করতে হবে।

৬.৪ এই পরিপত্রে প্রদত্ত নীতিমালা অনুসরণ করে যথাযথভাবে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা বাজেট ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা তা পরীক্ষা করবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর সাথে আলোচনাক্রমে তা সংশোধন করবে এবং খসড়া বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৭. বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য নীতিমালাঃ বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিয়োক্ত নীতিমালা/পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

৭.১ বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনাঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে যে সকল কার্যক্রম এখনো বাস্তবায়নাদীন রয়েছে সেগুলো এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রমসমূহের সুষ্ঠু ও যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফরম-ক ব্যবহার করে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৭.২ রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনাঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বিভিন্ন আইটেমের বিপরীতে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে কোয়ার্টারভিত্তিক রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। কোন আইটেমের রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে মৌসুমভিত্তিক হাসবৃদ্ধির রেকর্ড থাকলে তা বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট আইটেমের বিপরীতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ এবং কর ব্যতীত প্রাপ্তি সংক্রান্ত বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যথাক্রমে ফরম খ-১, ফরম খ-২ ও ফরম খ-৩ ব্যবহার করতে হবে।

৭.৩ ব্যয় পরিকল্পনাঃ পরিচালন বাজেটের আওতাধীন বিভিন্ন অপারেশন ইউনিটের ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ফরম গ-১ এবং উন্নয়ন বাজেটের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্কিম/প্রকল্পের জন্য কোয়ার্টারভিত্তিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ফরম গ-২ ব্যবহার করতে হবে। পরিচালন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অপারেশন ইউনিট এবং উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল স্কিম/প্রকল্পের জন্য ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিয়োক্ত নীতিমালা/পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

- বেতন ও ভাতাদিসহ যে সকল আইটেমের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থ সাধারণত সমানুপাতিক হারে পরিশোধিত/ব্যয়িত হয়ে থাকে সে সকল আইটেমের বিপরীতে কোয়ার্টারভিত্তিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা সমানুপাতিক হারে নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির আর্থিক সংশ্লেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। তাছাড়া উৎসব ভাতা ও শ্রান্তিবিনোদন ভাতা বার্ষিক প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট কোয়ার্টারে প্রদর্শন করতে হবে;
- প্রত্যেক মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্য পূর্ববর্তী মাসের সকল ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেক কোয়ার্টারে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ প্রদর্শন করতে হবে। সরবরাহ ও সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য আইটেমের ক্ষেত্রে বিগত বছরসমূহের ব্যয়ের প্যাটার্ন বিবেচনায় নিয়ে কোয়ার্টারভিত্তিক বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে;
- অর্থবছরের প্রথম কোয়ার্টার হতেই মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এমনভাবে শুরু করতে হবে যেন অর্থবছরের বিভিন্ন কোয়ার্টারে মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের বিল মোটামুটি ভারসাম্যপূর্ণভাবে পরিশোধ করা যায় এবং অর্থবছরের শেষ কোয়ার্টারে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বিল পরিশোধের চাপ সৃষ্টি না হয়।
- সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় বাজেটের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য ও সেবার জন্য সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) প্রস্তুত করতে হবে। উক্ত সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক কোয়ার্টারে যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে ব্যয় পরিকল্পনায় তার যথাযথ প্রতিফলন থাকতে হবে;

- সাহায্য মঞ্জুরি ও অনুদানের অর্থ সাধারণত অর্থবছরের চার কোয়ার্টারে ৪টি সমান কিস্তিতে অবমুক্ত করা হয় বিধায় সে অনুযায়ী এ খাতের অর্থ অবমুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৭.৪ বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ সংগ্রহ পরিকল্পনাঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ফরম-ঘ ব্যবহার করতে হবে।